ঝিনাইদহে স্বপ্ন সারথী উদ্যোগে শিশুদের মাঝে পোষাক বিতরণ

ঝিনাইদহে বেসরকারী স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন স্বপ্ন সারথীর উদ্যোগে দুস্থ-অসহায় বাঁচ্চাদের মাঝে পোষাক বিতরণ করা হয়েছে।

আজ বুধবার বিকালে ঝিনাইদহ উপশহরপাড়া প্যারাডাইস স্কুল মাঠে অসহায় শিশুরদের মাঝে এই পোষাক বিতরণ করা হয়।

ড: তপন কুমার গাংগুলির সভােপিত্ব অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন ঝিনাইদহ জেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক সাবেক সফল মেয়র সাইদুল করিম মিন্টু।

এসময় উপস্থিত ছিলেন জেলা কৃষকলীগের সাধারণ সম্পাদক আশরাফুল আলম, সাংবাদিক কাজী আলী আহম্মেদ লিকু, স্বপ্নসারথীর সাধারণ সম্পাদক কাজী মোহাম্মদ আলী পিকু, কৌতুক অভিনেতা হুমায়ন কবিরী টুকুসহ সংগঠনের অন্যান্য নেতৃবৃন্দ।

অনুষ্ঠান সঞ্চালনায় ছিলেন সাংবাদিক শাহানুর আলম। আলোচনা শেষে প্রধান অতিথির মাধ্যমে ৬০জন দুস্থ-অসহায় শিশুদের হাতে পোষাক তুলে দেওয়া হয়।

শৈলকুপায় স্বামীর হত্যাকারীদের ফাঁসির দাবীতে স্ত্রীর সংবাদ সম্মেলন

ঝিনাইদহের শৈলকুপা উপজেলার আবাইপুর ইউনিয়নের ইউপি সদস্য ও আওয়ামী লীগ নেতা রিপন হত্যার মুল পরিকল্পনাকারী বিশ্বাস বিল্ডার্সের ব্যবস্থাপনা পরিচালক নজরুল ইসলাম দুলাল ও তার ভাই ইউপি

চেয়ারম্যান হেলাল উদ্দিন বিশ্বাসসহ জড়িতদের ফাঁসির দাবীতে সংবাদ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছে।

আজ মঙ্গলবার (০৭ অক্টোবর) সকালে ঝিনাইদহ প্রেসক্লাবে এ সংবাদ সম্মেলন করে নিহত রিপনের স্ত্রী তানিয়া খাতুন। সংবাদ সম্মেলনে তিনি অভিযোগ করে বলেন, বিশ্বাস বিল্ডার্সের ব্যবস্থাপনা পরিচালক নজরুল ইসলাম দুলাল ও তার ভাই ইউপি চেয়ারম্যান হেলাল উদ্দিন বিশ্বাস এলাকায় রাজনৈতিক প্রভাব বিস্তারের জন্য এই হত্যাকান্ড করিয়েছে। দুলাল বিশ্বাস প্রত্যক্ষ মদদে এই হত্যা।

তানিয়া খাতুন তার লিখিত বক্তব্যে বলেন, হত্যার পর হত্যাকারীরা এলাকায় এসে উল্লাস করে বেড়াচ্ছে। আমরা যাতে বিচার না পাই, মামলা যেন তুলে নিই এ কারণে হত্যাকারীরা আমাদের হুমকি-ধামকি দিচ্ছে। হত্যার পর তারা উল্লাস করে আমার স্বামীর সমর্থকদের অন্তত ৪০/৫০ টি বাড়ী-ঘর ভাংচুর করে।

তিনি আরও বলেন, খুন করার পর খুনিরা বিশ্বাস বিল্ডার্সের মালিক দুলাল বিশ্বাসের ঢাকার অফিসে আশ্রয় নেয়। তার অফিসের সামনে থেকে ৪ জনকে গ্রেফতার করে পুলিশ। বাকী আসামীদের দুলাল বিশ্বাস আশ্রয় দিয়ে ও টাকা দিয়ে হাইকোর্ট থেকে জামিন করিয়ে আনে। জামিন করার পর দুলালের অফিসে তারা ভুড়িভোজ ও আনন্দ উল্লাস করে। খুনিরা খুন করার পর যেভাবে উল্লাস করছে তাতে আমি ও আমার পরিবার শংকিত। তাই প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার কাছে অনুরোধ জানায় এই হত্যার মুলহোতা দুলাল বিশ্বাস, হেলাল বিশ্বাসসহ জড়িত সকলের দৃষ্টান্ত মুলক শাস্তির ব্যবস্থা যেন করেন।

সংবাদ সম্মেলনের নিহতের স্ত্রী তানিয়া খাতুন ছাড়াও, পিতা আবুল কালাম আজাদ, চাচা জাফর বিশ্বাস, খালাতো ভাই নাসির বিশ্বাস, ভগ্নিপতি জাহাঙ্গীর ইসলাম শলক, শৈলকুপা উপজেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি মতিয়ার রহমান বিশ্বাস, সাধারণ সম্পাদক ও শৈলকুপা উপজেলা চেয়ারম্যান এম আব্দুল হাকিম আহমেদ, যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক শামীম হোসেন মোল্লা, জেলা যুবলীগের যুগ্ম-আহ্বায়ক হাফিজুর রহমান, শফিকুল ইসলাম শিমুল জেলা ছাত্রলীগের সভাপতি সজিব হোসেন, নিত্যানন্দপুর ইউনিয়নের চেয়ারম্যান মফিজ উদ্দিন বিশ্বাস, আবাইপুর ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক খালেকুজ্জামান উকিল মোল্লা, যুবলীগ নেতা শহিদুল ইসলাম, স্থানীয় মাতব্বর মাসুদ বিশ্বাস, মুন্নু বিশ্বাস, সুজন বিশ্বাসসহ পরিবারের সদস্যরা।

উল্লেখ্য, গত ১৬ অক্টোবর রাত দেড়টার দিকে মোটর সাইকেল যোগে বাড়ি ফিরছিলো রিপন। পথে মীনগ্রাম মাঠের মধ্যে পৌঁছালে দুলাল ও হেলালের লোকজন তার গতিরোধ করে কুপিয়ে ও পিটিয়ে গুরুতর যখম করে। সেখান থেকে তাকে উদ্ধার করে ঝিনাইদহ সদর হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসক তাকে মৃত ঘোষণা করে।

ঝিনাইদহে বিপুল পরিমান মাদক ও নগদ অর্থসহ ৩ যুবক আটক

ঝিনাইদহে বিপুল পরিমান মাদকদ্রব্যসহ ৩ যুবককে আটক করেছে পুলিশ। গতকাল সোমবার মধ্যরাতে সদর উপজেলার হাটগোপালপুর এলাকা থেকে তাদেরকে আটক করা হয়।

ঝিনাইদহ সদর সার্কেলের অতিরিক্ত পুলিশ সুপার মীর আবিদুর রহমান জানান, ঝিনাইদহ সদর থানার পুলিশ গোপন সংবাদের মাধ্যমে জানতে পারে হাটগোপালপুর বাজার এলাকায় একটি চক্র মাদক কেনা-বেচা করছে। এমন সংবাদের ভিত্তিতে সদর থানার অফিসার ইনর্চাজ (ওসি) শাহীন উদ্দিন ◌্এর নেতৃত্বে অভিযান পরিচালনা করে তাদেরকে আটক করে। আটককৃতরা হলো- মাদক ব্যবসায়ী দীপ্ত কুমার বিশ্বাস, জাকারিয়া হোসেন ও এনামুল হক। তাদের বাড়ী সদর উপজেলার বিভিন্ন এলাকায় বলে পুলিশ জানায়। এসময় তাদের কাছ থেকে ১২০ বোতল ফেন্সিডিল, ৩০ পিস ট্যাপেন্টাডল ট্যাবলেট, ৩ টি মোটরসাইকেল, ১ টি ল্যাপটপ, ১০ টি স্মার্ট মোবাইল ফোন ও মাদক বিক্রির নগদ ৯০ হাজার টাকা উদ্ধার করা হয়েছে। তাদের বিরুদ্ধে হাটগোপালপুর এলাকায় বাসা ভাড়া নিয়ে দীর্ঘদিন ধরে মাদক ব্যবসা করে আসছে বলে একাধিক অভিযোগ রয়েছে।

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

রাউন্ড গুলিসহ আটক ১

ঝিনাইদহে গোয়েন্দা পুলিশের বিশেষ অভিযানে ১টি বিদেশী পিস্তল, ১টি ম্যাগজিন ও ২রাউন্ড গুলিসহ একজনকে আটক করেছে।

আজ সোমাবার (৬অক্টোবর) সকাল সাড়ে দশটার দিকে জেলা গোয়েন্দা পুলিশের বিশেষ অভিযান চালিয়ে ঝিনাইদহ সদর উপজেলার দিঘীরপাড় গ্রামের শরিফুল ইসলামের দোকানের সামনের পাকা রাস্তার উপর থেকে তাকে আটক করা হয়।

ঝিনাইদহের পুলিশ সুপার আজিম-উল- আহসান সোমাবার দুপুরে পুলিশ সুপারের এর কার্যালয়ে প্রেসব্রিফিং করে এসব তথ্য জানান। প্রেসব্রিফিং এ তিনি আরও জানান একটি গোপন তথ্যের ভিত্তিতে সোমাবার সকালে জেলা গোয়েন্দা শাখার পরিদর্শক (ওসি) মোহাম্মদ জুয়েল ইসলাম এর নেতৃত্বে সঙ্গীয় অফিসার এস আই আবু সায়েম, এএসআই জাহিদ হাসানসহ একদল ফোর্স নিয়ে অভিযান পরিচালনা করে। এসময় আভিযানিক দলটি ১টি বিদেশী পিস্তল, ১টি ম্যাগজিন ও ২ রাউন্ড গুলিসহ আসামী ইজাহারকে গ্রেপ্তার করে। ইজাহার মাগুরা জেলার খিলগাতি বাজার এলাকার মৃত আঃ লতিফ মোল্লার ছেলে।

প্রেসব্রিফিং আরও উপস্থিত ছিলেন অতিরিক্ত পুলিশ সুপার ইমরান জাকারিয়া, মীর আবিদুর রহমান, ঝিনাইদহ সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা শাহীন উদ্দিন, ডিবি’র ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা জুয়েল ইসলাম প্রমুখ।

কোটচাঁদপুর উপজেলা বিএনপির সভাপতি আব্দুর রাজ্জাক গ্রেফতার

কোটচাঁদপুর উপজেলা বিএনপির সভাপতি আব্দুর রাজ্জাক(৬২)কে গ্রেফতার করেছেন, থানা পুলিশ। রবিবার রাতে তাকে মহেশপুর থেকে

গ্রেফতার করা হয় বলে জানিয়েছেন মামলার তদন্ত কর্মকর্তা আল মাসুদ মিয়া।

জানা যায়,কোটচাঁপুর উপজেলা বিএনপির সভাপতি আব্দুর রাজ্জাক। তিনি উপজেলার ফাজিলপুর গ্রামের মৃত দলিল উদ্দিন বিশ্বাসের ছেলে। আব্দুর রাজ্জাক গেল ১ নভেম্বর কোটচাঁদপুর থানার নাশকতা মামলার আসামি। মামলা হওয়ার পর তিনি মহেশপুর উপজেলার একতাঁরপুর গ্রামে লেন্টু মেম্বরের বাসায় ছিলেন।

গোপন সংবাদের ভিত্তিতে রবিবার রাতে তাকে মহেশপুরের ওই বাসা থেকে গ্রফতার করেন। সোমবার সকালে তাকে আদালতে পাঠিয়েছেন থানা পুলিশ।

এ ব্যাপারে কোটচাঁদপুর থানার উপপরিদর্শক (এসআই) ও মামলার তদন্তকারী কর্মকর্তা আল মাসুদ মিয়া বলেন,নাশকতা মামলায় রবিবার রাতে
বিএনপির সভাপতি আব্দুর রাজ্জাককে গ্রেফতার করা হয়েছে। তিনি মহেশপুর উপজেলা একতাঁরপুর গ্রামের লেন্টু মেম্বরের বাসায় পালিয়ে ছিলেন।
গোপন সংবাদের ভিত্তিতে অভিযান চালিয়ে তাঁকে গ্রেফতার করা হয়।

তিনি বলেন,উপজেলা বিএনপির সভাপতি সহ ওই মামলায় আজ পর্যন্ত ১০ জন গ্রেফতার করা হয়েছে। বাকিদের ধরতে অভিযান অব্যহত রয়েছে।

ঝিনাইদহের কালীগঞ্জে সড়ক দুর্ঘটনায় যুবক নিহত

ঝিনাইদহের কালীগঞ্জে মোটরসাইকেল নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে আরাফাত হোসেন
(২০) নামের এক যুবক নিহত হয়েছে। গতকাল শনিবার রাত দেড়টার দিকে কালীগঞ্জের ফয়লা মিশনপাড়া নামক স্থানে এ দুর্ঘটনা ঘটে।

নিহত আরাফাত হোসেন উপজেলা বলিদাপাড়া গ্রামের আব্দুল কাদেরের ছেলে। সে পেশায় বাসের হেলপার। স্থানীয়রা জানায়, রাত দেড়টার দিকে মোটর সাইকেল যোগে বাসের ড্রাইভারকে বাড়িতে পৌঁছে নিয়ে নিজ

বাড়িতে ফিরছিলো। পথে কালীগঞ্জ-কোলা সড়কের ফয়লা মিশনপাড়া নামক স্থানে পৌঁছালে মোটরসাইকেল নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে রাস্তার পাশের গাছের সাথে ধাক্কা লেগে গুরুতর আহত হয়। খবর পেয়ে কালীগঞ্জ ফায়ার সার্ভিসের কর্মীরা সেখান থেকে তাকে উদ্ধার করে কালীগঞ্জ উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে গেলে চিকিৎসক তাকে মৃত ঘোষণা করে।

কালীগঞ্জ থানার ওসি মাহবুবুর রহমান দুর্ঘটনার বিষয়টি নিশ্চিত করে বলেন, সড়ক দুর্ঘটনায় কালীগঞ্জ থানায় একটি অপমৃত্যু মামলা হয়েছে।

ঝিনাইদহে গাড়ী পুড়লে ক্ষতিপুরণ তাদেরকেই দিতে হবে- সাইদুল করিম মিন্টু

বিএনপি ও জামায়াতের চলমান অবরোধ কর্মসূচীতে ঝিনাইদহে যদি কোন গাড়ী পোড়ায় তবে তার ক্ষতিপুরণ দেওয়ার ঘোষণা দিয়েছেন ঝিনাইদহ জেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক সাইদুল করিম মিন্টু।

গতকাল শনিবার বিকালে বিএনপি ও সমমনা দলের ডাকা অবরোধের প্রতিবাদে বিক্ষোভ সমাবেশে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এ কথা বলেন।

সাইদুল করিম মিন্টু বলেন, সন্ত্রাসী দল বিএনপি দেশে নৈরাজ্য সৃষ্টি করছে। প্রতিনিয়ত যানবাহনে আগুণ দিচ্ছে। তারা শান্ত দেশতে অশান্ত করার পায়তারা করছে। তাই আমরা ঝিনাইদহ জেলা আওয়ামী লীগ রাস্তায় আছি। আওয়ামী লীগের নেতাকর্মীরা বিএনপির এই নৈরাজ্য প্রতিরোধে সার্বক্ষণিক মাঠে আছে।

তিনি আরও বলেন, আপনার যারা ব্যবসা করেন তারা নিশ্চিতে দোকান-পাট খুলে ব্যবসা করতে পারেন। আপনাদের কোন প্রকার ক্ষতি আমরা হতে দিব না। আর যারা পরিবহণ ব্যবসা করেন তাদের উদ্দেশ্যে বলি, নিশ্চিন্তে আপনার গাড়ি চালান। ঝিনাইদহে বিএনপি যদি গাড়ী পোড়ায় তার ক্ষতিপুরণ আমি দেব। তবুও আপনারা গাড়ী চালান। কারণ মানুষের খুবই

ভোগান্তি হচ্ছে।

জেলা আওয়ামী লীগের উদ্যোগে দুপুরে শহরের পায়রা চত্বর থেকে বিক্ষোভ মিছিল বের করা হয়। মিছিলের নেতৃত্ব দেন জেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক সাইদুল করিম মিন্টু। মিছিলটি শহরের বিভিন্ন সড়ক ঘুরে একই স্থানে এসে শেষ হয়। পরে সেখানে বিক্ষোভ সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। সমাবেশে জেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ছাড়াও, জেলা আওয়ামী লীগের নেতা আব্দুল মালেক, এ্যাড. ছালমা ইয়াসমিন জেলা স্বেচ্ছাসেবক লীগের সভাপতি শাহরিয়ার করিম রাসেল, সাধারণ সম্পাদক রানা হামিদসহ অন্যান্যরা বক্তব্য রাখেন।

ঝিনাইদহে কমিউনিটি পুলিশিং ডে পালিত

“পুলিশ -জনতা ঐক্য করি, স্মার্ট বাংলাদেশ গড়ে তুলি” এই প্রতিপাদ্যকে সামনে নিয়ে কমিউনিটি পুলিশিং ডে -২০২৪ উদযাপন করা হয়েছে।

আজ শনিবার(৪অক্টোবার) সকাল ১১টায় ঝিনাইদহ পুলিশ লাইন ময়দানে এই উপলক্ষে আলোচনা সভা ও সম্মাননা প্রদান অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়।

ঝিনাইদহের পুলিশ সুপার মো: আজিম- উল- আহসান এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন আব্দুল হাই (এমপি), বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন তাহজীব আলম সিদ্দিকী সমি (এমপি), খালেদা খানম (মহিলা এমপি), ঝিনাইদহ জেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক সাইদুল করিম মিন্টু, জেলা প্রশাসক এসএম রফিকুল ইসলাম, সাবেক জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান ও জেলা কমিউনিটি পুলিশিং এর সভাপতি কনক কান্তি দাস, পৌরসভার মেয়র কাইয়ুম শাহরিয়ার জাহেদী হিজল, সরকারি কে.সি কলেজের অধ্যক্ষ অশোক কুমার মৌলিক, সাবেক জেলা মুক্তিযোদ্ধা কমান্ডার মকবুল হোসেন।

এসময় আরও উপস্থিত ছিলেন পুলিশের বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মকর্তাবৃন্দ, বিভিন্ন উপজেলা ও ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যানসহ

কমিউনিটি পুলিশিং এর বিভিন্ন পর্যায়ের সদস্যবৃন্দ। অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন অতিরিক্ত পুলিশ সুপার মীর আবিদুর রহমান।

বক্তারা বলেন পুলিশ জনগণের বন্ধু এবং পুলিশি জনতা জনতায় পুলিশ, এখন পুলিশকে আর মানুষ আগেরমত কেউ ভয় পায়না, বিপদে পড়লে সবাই পুলিশের সহযোগিতা নেয়, পুলিশ ছাড়া দেশ একদিনও চলতে পারে না। মানুষের নিরাপত্তা এবং রাষ্ট্রের শৃঙ্খলা রক্ষায় পুলিশের ভূমিকা অগ্রগণ্য। এছাড়াও দুর্যোগ দুর্বিপাকে পুলিশের সেবা নিয়ে থাকি। পুলিশকে আরও পেশাদারিত্বের ভূমিকা নিয়ে কাজ করার আহবান জানান।

আলোচনা শেষে ভাল কাজের স্বীকৃতি স্বরুপ শ্রেষ্ঠ কমিউনিটি পুলিশ অফিসার হিসেবে ঝিনাইদহ সদর থানার সেকেন্ড অফিসার এস আই মোঃ শরিফুল ইসলাম শরীফ কে এবং কয়েকজন কমিউনিটি পুলিশ সদস্যকে সম্মাননা প্রদান করা হয়।

ঝিনাইদহে ১১ টি চোরাই মোটরসাইকেল সহ আটক ৩

ঝিনাইদহে ১১ টি চোরাই মোটর সাইকেল উদ্ধার করেছে পুলিশ। দক্ষিণবঙ্গের আন্ত:জেলা চোরচক্রের তিন জনকে গ্রেপ্তারের পর তাদের স্বীকারোক্তি মোতাবেক সাতক্ষীরা জেলার বিভিন্ন এলাকা থেকে চোরাই ১১ টি মোটর সাইকেল উদ্ধার করা হয়। আজ শনিবার সকালে সংবাদ সম্মেলনের মাধ্যমে এ তথ্য নিশ্চিত করে পুলিশ।



ঝিনাইদহের পুলিশ সুপার আজিম-উল-আহসান জানান, ঝিনাইদহ শহর থেকে মোটর সাইকেল চুরির ঘটনায় গত মাসের ২২ তারিখে সদর থানায় মামলা করা হয়। এরপর গোপন তথ্যে পরদিন সাতক্ষীরা জেলার শ্যামনগর থানা এলাকা থেকে মোটর সাইকেল চুরির দক্ষিণবঙ্গের আন্ত:জেলা চোর চক্রের মুলহোতা মোহাম্মদ আলীকে গ্রেপ্তার করা হয়। পরে তার স্বীকারোক্তিতে জড়িত আরো দু-জনকে গ্রেপ্তার করা হয়। তারা এই অঞ্চলের ১৮ টি জেলায় মোটর সাইকেল চুরির সাথে জড়িত। পরে গ্রেপ্তারকৃতদের রিমান্ডে এনে জিজ্ঞাসাবাদের পর বৃহস্পতিবার রাতে সাতক্ষীরা জেলার কালীগঞ্জ, শ্যামনগর, আশাশুনি সহ বিভিন্ন এলাকা থেকে চোরাই ১১ টি মোটর সাইকেল উদ্ধার করা হয়। উদ্ধারকৃত মোটর সাইকেলগুলো পর্যায়ক্রমে তাদের মালিকদের কাছে হস্তান্তর করা হবে বলে জানানো হয়।

সেসময় উপস্থিত ছিলেন অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (অর্থ ও প্রশাসন) ইমরান জাকারিয়া, অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (ক্রাইম অ্যান্ড অপস্) এসএম রাজু আহম্মেদ, অতিরিক্ত পুলিশ সুপার সদর সার্কেল মীর আবিদুর রহমান, সদর থানার অফিসার ইনচার্জ (ওসি) শাহীন উদ্দিন, এসআই ফরিদ হোসেনসহ পুলিশের উদ্ধতন কর্মকর্তারা।

গ্রেপ্তারকৃতরা হল, সাতক্ষীরা জেলার বংশিপুর গ্রামের মোহাম্মদ আলী, ভ্যাটখালী গ্রামের মনিরুজ্জামান, খুলনা জেলার চালনা গ্রামের হেলাল। মোহাম্মদ আলীর বিরুদ্ধে ঝিনাইদহ, খুলনা, মাগুরা, সাতক্ষীরা, কুষ্টিয়া সহ বিভিন্ন থানায় ১৫ টি মামলা রয়েছে।